দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৬ ...

গঠিত কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন ৫০ জন কাউন্সিলর

বেফাকের ৩৭ সদস্যের নির্বাহী কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : গতকাল অনুষ্ঠিত বেফাকের কাউন্সিলে আল্লামা আহমেদ শফী ছাহেবকে সভাপতি ও মাও আবদুল জব্বারকে মহাসচিব পুনঃ নির্বাচন করে ৩৭ সদস্যের নির্বাহী কমিটি এবং ১১১ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে বলে বেফাকের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। তুমুল হৈচৈ এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে বেফাকের সহ-সভাপতি আল্লামা আশরাফ আলী ২য় অধিবেশনে বেফাক সহ-সভাপতি আল্লামা নূর হোসেন কাসেমী কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বেফাক মহাসচিব মাওলানা আব্দুল জব্বার, উদ্বোধনী বক্তব্যে বেফাকের বাইরে থাকা সকল মাদ্রাসাগুলোকে বেফাকভুক্ত হয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রাচীর গড়ে তোলার আহবান জানান।

বেফাকের সহকারী মহাসচিব মাওলানা আবুল ফাতাহ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া ও মাওলানা মাহফুজুল হকের যৌথ পরিচালনায় কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন কিশোরগঞ্জ জামিয়া এমদাদীয়ার প্রিন্সিপাল বেফাক সহ-সভাপতি আল্লামা আনোয়ার শাহ, মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস, মাওলানা মোস্তফা আজাদ, সৈয়দ রেজাউল করিম, পীর সাহেব চরমোনাই, বেফাকের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, মধুপুরের পীর মাওলানা আব্দুল হামিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সাদী প্রমুখ। [illegible]

উত্থাপিত দাবীর মধ্যে রয়েছে সংবিধান থেকে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী সকল ধারা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের ধর্মীয় অনুভূতি আঘাত করে এমন সব ধারা সংশোধন করতে হবে।

আমেরিকায় মহানবী (সাঃ) অবমাননা করে নির্মিত চলচ্চিত্রের তীব্র নিন্দা, নির্মাতাদের গ্রেফতার, শাস্তি ও ছবিটি প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হউক। বাংলাদেশ সরকারও লিখিতভাবে আমেরিকার নিকট ছবিটির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করতে হবে।

সরকারের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ও নারীনীতিতে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী সকল ধারা বাতিল এবং আলেমদের মাধ্যমে সংশোধন করতে হবে। অন্তঃধর্ম বিবাহ আইন সমূলে বাতিল করতে হবে।

কোরআন সুন্নাহ, নবী-রাসূল ও ধর্মগুরুর অবমাননাকারীদের জন্য আইন প্রণয়ন ও শাস্তি কার্যকরের ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাউন্সিলরদের কমিটি প্রত্যাখান

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর ৯ম কাউন্সিলে ঘোষিত তথা ও আয়েলা কমিটিকে প্রত্যাখান করে এক যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন ৫০ জন কাউন্সিলর। বিবৃতিতে তারা বলেন, দীর্ঘ ৭ বছর পর বহু আকাংখিত বেফাকের কাউন্সিল অধিবেশনে কিছু সংখ্যক কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে একটি পূর্ব-পরিকল্পিত চক্রান্তমূলক সাজানো কমিটির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এখানে সারাদেশ থেকে আগত কাউন্সিলরদের মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নামমাত্র একটি পকেট কমিটি করা হয়েছে। তারা বলেন, বেফাকের গঠনতন্ত্রে সরাসরি রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ থাকলেও সাজানো কমিটিতে অধিকাংশে রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই স্থান দেয়া হয়েছে। তারা ঘোষিত কমিটিকে বাতিলপূর্বক গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে সঠিক কমিটি ঘোষণার আহবান জানান।

স্বাক্ষরকারী ৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে রয়েছে : প্রিন্সিপাল আব্দুল কাইয়ুম খান কিশোরগঞ্জ, ফেনন শাহীর মুহতামিম মুফতি তাজুল ইসলাম কাসেমী, ঢাকার ইয়াহইয়া মাহমুদ, বাগেরহাটের আবুবকর ছিদ্দিক। দিনাজপুরের আয়ুব আনসারী, জামালপুরের মাওঃ রফিকুল ইসলাম আকন্দ, বাগেরহাটের হাফেজ মাওঃ হেদায়েত উল্লাহ, খুলনার মুফতি জসিম বিন আফতাব, শরীয়তপুরের মাওঃ আব্দুল বাতেন, পিরোজপুরের মাওলানা আব্দুর রহিম, রংপুরের মাওলানা হোসাইন আহমাদ।